Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের গানের শ্রেণিবিন্যাস

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মহসিনা খানম (লীনা তাপসী)
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.6
Pages	১০৫-১১৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুলের গানের শ্রেণিবিন্যাস

Check for updates

মহসিনা খানম (লীনা তাপসী)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা সঙ্গীতকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হতে থাকে। তবে সে প্রয়াস ছিল প্রধানত বিষয়ভিত্তিক। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখ্যাত সংকলন *ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী* (১৮৮৪)তে সংকলিত গানসমূহকে মোট ১১টি পর্বে বিভক্ত করা হয়। এ সবই ছিল বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ। যেমন— জাতীয় সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামবিষয়ক সঙ্গীত, হরিনাম সঙ্গীত ও সংকীর্তন, খ্রীস্টিয়ান ধর্মসঙ্গীত, বিবিধ ধর্মসঙ্গীত। জাতীয় সঙ্গীত পর্বটিকে বিষয়ক্রমে উপবিভক্ত করা হয়েছে। যেমন— উদ্দীপনা ও সূচনাসূচক, বিবিধ, মুদ্রাশাসন, আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লী দরবার, নব্যবঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় সভা-সমিতি সম্বন্ধে ইত্যাদি। এরূপ আরো উপবিভাজন পাওয়া যায় এতে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এতে কোনো সংগীতাত্মক বা সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয় নি। ফলে এ থেকে গানের শ্রেণিকরণ স্পষ্ট নয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে শ্রেণিবিন্যাস বিষয়টি একটি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বিন্যাস করায় তা সহজভাবে ফুটে উঠেছে। এই তবে শ্রেণিবিন্যাস বিষয়বস্তুগত। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এমনি বিষয়বস্তুগত শ্রেণীকরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায়'[১]। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর গানসমূহকে বিভাজন করেছেন এভাবে, যথা : দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ। এখানেও বিষয়বস্তুগত বিভাজন পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার গানসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ পর্যায়ে; অর্থাৎ তিনিও বিষয়বস্তুগত দিকটি বিবেচনা করেছেন। সঙ্গীতের আঙ্গিকগত দিকটি কেউ বিবেচনায় আনেননি। আব্দুল আজিজ আমান তাঁর সংকলিত *নজরুলগীতি অখণ্ডতে* গানগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন : কাব্যগীতি, রাগপ্রধান গান, ইসলামি, ভক্তিগীতি, গজল, লোকগীতি, দেশাত্মবোধক, হাসির গান ও হিন্দি গীতি। এখানেও বিষয়বস্তুগত শ্রেণিবিন্যাস। তবে কবি নজরুল তাঁর *নজরুলগীতিকায়* সংকলিত গানসমূহের শ্রেণিকরণ করেছেন মিশ্র পদ্ধতিতে; অর্থাৎ কখনো বিষয়ভিত্তিতে কখনো সাঙ্গীতিক বা আঙ্গিকগতভাবে।

কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলা গান বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, সঙ্গীতজগৎকে করেছে আলোকিত। সাধারণ শ্রোতার জন্যে নজরুলের গানের শ্রেণিবিন্যাস খুব জরুরি না হলেও শিক্ষা কার্যক্রম বা গবেষণা কার্যক্রমের জন্য নজরুলের গানের শ্রেণিবিন্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। তবে এ কাজটি করার জন্যে আমাদের সঙ্গীতের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের সহায়তা নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করি। কারণ

---

*প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর গানের শ্রেণিবিন্যাস করে গেছেন। কিন্তু কবি নজরুল সে সময় বা পরিবেশ পান নি। ফলে তাঁর সৃষ্টিকর্মগুলো সব এলোমেলো। তাই নজরুলের গানের শ্রেণিবিন্যাসের জন্যে রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান*কে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *গীতবিতানে* গানের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন বিষয় ভিত্তিতে। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়কে একেকটি পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সে ক্ষেত্রে মোট ছয়টি পর্যায় পাওয়া যায়। যথা :

১. পূজা
২. স্বদেশ
৩. প্রেম
৪. প্রকৃতি
৫. বিচিত্র
৬. আনুষ্ঠানিক

তবে এই ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে একুশটি উপ-পর্যায়ের গান পাওয়া যায়। যেমন, পূজা পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে 'গান'বিষয়ক রচনা। এতে মোট ৩৩টি গান রয়েছে। যাতে 'গান' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন : প্রথম গান —

কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।

আবার রয়েছে,

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি।

এরপর রয়েছে 'বন্ধু' নিয়ে ৬০টি। যেমন —

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

অথবা,

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি ইত্যাদি।

সব গানেই যে 'বন্ধু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাও নয়। কিন্তু রয়েছে বন্ধুসুলভ বাণীর ব্যবহার। এর পরবর্তীকালে পাওয়া যায় 'প্রার্থনা' বিষয়ক রচনা। এতে পাওয়া যায় ৩২টি গান। যেমন —

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে।

আবার যেমন,

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

পরবর্তী উপ-পর্যায় 'বিরহ'বিষয়ক রয়েছে ৪৮টি গান। যথা —

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না।

'সাধনা ও সংকল্প'বিষয়ক উপ-পর্যায়ে রয়েছে ১৭টি গান। যথা —

এই কথাটি ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।

উপ-পর্যায় 'দুঃখ'তে রয়েছে ৪৬টি গান। যেমন —

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলো।

এভাবে মোট ২১টি উপ-পর্যায়ে আলাদা বিষয়াঙ্গিকের গান পাওয়া যায় মোট ৬১৭টি। নিচে ধারাবাহিকভাবে উপ-পর্যায়ের নামগুলো দেওয়া হলো :

১. গান
২. বন্ধু
৩. প্রার্থনা
৪. বিরহ
৫. সাধনা ও সংকল্প
৬. দুঃখ
৭. আশ্বাস
৮. অন্তর্মুখে
৯. আত্মবোধন
১০. জাগরণ
১১. নিঃসংশয়
১২. সাধক
১৩. উৎসব
১৪. আনন্দ
১৫. বিশ্ব
১৬. বিবিধ
১৭. সুন্দর
১৮. বাউল

১৯. পথ
২০. শেষ
২১. পরিণয়

'স্বদেশ' পর্যায়ের মোট ৪৬টি গান পাওয়া যায়। এতে কোন উপ-পর্যায়ের উল্লেখ নেই। স্বদেশপ্রীতি এবং জাগরণী দুই ধরনেরই গানের উল্লেখ আছে। যেমন—

ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

আবার

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।

আবার প্রেম পর্যায়ের গানে রয়েছে দুটি উপ-পর্যায়। যথা :

১. গান
২. প্রেম-বৈচিত্র্য

'গান' নিয়ে ২৭টি এবং প্রেম-বৈচিত্র্য উপ-পর্যায়ের মোট ৩৬৭টি গান পাওয়া যায়। যেমন—

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি।

আবার 'প্রেম-বিচিত্র'বিষয়ক গান —

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।

প্রকৃতি পর্যায়ের গানে ৭টি উপ-পর্যায় পাওয়া যায়। যেমন :

১. সাধারণ
২. গ্রীষ্ম
৩. বর্ষা
৪. শরৎ
৫. হেমন্ত
৬. শীত
৭. বসন্ত

এতে মোট ২৮৩টি গান পাওয়া যায়। এতে ছয় ঋতু যেমন গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-র গান ছাড়াও 'সাধারণ' নামে একটি উপ-পর্যায় পাওয়া যায়। সাধারণ গানে কোথাও কোথাও একই গানে সব ঋতুর ছোঁয়া পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো গানে শুধুই প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। বাকি তিনটি পর্যায়ে অর্থাৎ প্রকৃতি, বিচিত্র এবং আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানে কোনো উপ-পর্যায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পর্যায়ের গানের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বদেশ, প্রেম এবং প্রকৃতি এই তিনের সংমিশ্রণ। এতে রয়েছে হৃদয়ের সকল অনুভূতির নিত্য খেলা। হাসি, কান্না, নৃত্য, মৃত্যু, পাতার নাচন, বাঁশির সুর ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিক পর্বে রয়েছে প্রাণে প্রাণে মিলনের আনন্দের আনুষ্ঠানিকতা, ফসল কাটার আনুষ্ঠানিকতা, শেষ বিচারের দিবসের বর্ণনা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীভিত্তিক গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রয়েছে মোট ছয়টি। যথা —

১. কালমৃগয়া
২. বাল্মীকি প্রতিভা
৩. মায়ার খেলা
৪. চিত্রাঙ্গদা
৫. চণ্ডালিকা
৬. শ্যামা

এছাড়া জাতীয় সঙ্গীত হিসেবেও একটি উপ-পর্যায় পাওয়া যায় যা 'স্বদেশ' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ের গানগুলি শুধু পরাধীনতার গ্লানি ও নির্যাতনের অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের বাণী সমৃদ্ধ। এ থেকে উত্তরণে একাত্মতা এবং নির্ভয়ে শোষকের গ্রাস থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার আহ্বানও পাওয়া যায় এই গানগুলিতে।

তিনি উপ-পর্যায়ের গানের তালিকায় 'পূজা ও প্রার্থনা' নামে একটি শ্রেণিকরণ করেছেন, যে গানগুলো পূজা এবং প্রার্থনা উভয়ের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ ভক্তি সঙ্গীত।

'প্রেম ও প্রকৃতি' নামে একটি উপ-পর্যায় রয়েছে। সেগুলোতে প্রেমের বাণীর সঙ্গে প্রকৃতির বাণী মিশে গেছে। তা ছাড়া 'নাট্যগীতি' নামকরণেও একটি শ্রেণিকরণ পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেণিকরণ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, সংকলিত গানের প্রথম ছত্রের পূর্বে তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তারকা চিহ্নবিশিষ্ট গানগুলো যে এদেশীয়, পূর্বে প্রচলিত কোনো বিশেষ গান বা পূর্বের কোনো গানের সুরের প্রভাব বা আদর্শে রচিত তা বোঝানোর জন্যে তিনি এ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আবার কিছু কিছু ছত্রের পূর্বে psi (ψ) চিহ্ন দিয়ে বিদেশি কোনো গানের আদর্শে তা রচিত বোঝানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *গীতবিতানে* সঙ্গীতকে যেভাবে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন তা নিয়ে এ আলোচনার বিশেষ কারণ হলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতবিষয়ক শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা। তারই আলোকে এবং কাজী নজরুল ইসলামের *নজরুল গীতিকার* শ্রেণিবিন্যাসের ভাবধারা থেকে নজরুলের গানের শ্রেণিবিন্যাসে প্রয়াসী হব আমরা।

১৯২৮–৩৪ কালপরিসরে কাজী নজরুল ইসলামের ১১টি গানের বই প্রকাশিত হয়েছিল। তারই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *নজরুল গীতিকা*। গ্রন্থটি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে (ভাদ্র

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি নজরুলের নিজের তৈরী গীতিগ্রন্থগুলির মধ্যে অত্যন্ত অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এতে নজরুল তাঁর চিন্তা-চেতনা দিয়ে সঙ্গীতকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। *নজরুল গীতিকা* গ্রন্থে সঙ্গীতের নানা বিচিত্রতা এবং বাণীর বৈচিত্র্যের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বমোট ১২৭টি গানের সমন্বয়ে পরিকল্পিত এই গীতিগ্রন্থটি। ১২৭টি গানকে আবার ১১টি উপ-শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে। গুণীজন ও নজরুল-বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে জানা যায়, *সঞ্চিতা* ও *নজরুল গীতিকা* কাজী নজরুল ইসলামের আত্মদর্পণ। গীতিগ্রন্থের ১১টি উপশিরোনাম নিম্নরূপ —

১. ওমর খৈয়াম গীতি
২. দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি
৩. ঠুংরি
৪. গজল
৫. টপ্পা
৬. কীর্তন
৭. বাউল-ভাটিয়ালি
৮. ধ্রুপদ
৯. হাসির গান
১০. খেয়াল

নজরুল গীতিকায় 'ওমর খৈয়াম গীতি' উপ-শিরোনামে বিন্যস্ত গানের সংখ্যা ৮। প্রথম গানটি 'সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে', রাগ-সিন্ধু-কাফি, কাওয়ালি তালে নিবদ্ধ।

দ্বিতীয় গান 'পিও শারাব পিও'। এ গানটিতেও রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাগ-ভৈরো, তাল-কাওয়ালি। শেষ গানটি 'রে অবোধ শূন্য শুধু'; বেহাগ রাগে-দাদরা তালে নিবদ্ধ।

উক্ত ৮টি গানেই কবি রাগের ব্যবহার করেছেন এবং আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গানগুলোতে উর্দু-ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়।

পরবর্তী শ্রেণিটির উপ-শিরোনাম 'দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি'। এতে রয়েছে মোট ৯টি গান। প্রতিটি গানেই রাগের নাম উল্লেখ করা আছে। এতে উল্লেখযোগ্য গান —

আসল যখন ফুলের ফাগুন
গুল বাগে ফুল চায় বিদায়

গানটি দুর্গা ও মান্দ রাগে এবং কাওয়ালি তালে নিবদ্ধ।

আর একটি গান :

আজ সুদিনের আসল উষা;
নাই অভাব আজ নাই অভাব

গানটি ভৈরবী রাগে ও কাওয়ালি তালে নিবদ্ধ।

পরবর্তী শ্রেণিবিন্যাসে মোট ৮টি ঠুংরি গান রয়েছে। এতে উল্লেখযোগ্য গান —

বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাধব গো

— এ গানটিও পিলু-খাম্বাজ রাগে, তাল কাহারবা।

আরেকটি অতিপরিচিত গান —

ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙ্গাতে কি
চুম হেনে নয়ন পাতে।
রাগ — রামকেলি।

'আধো ধরণী আলো আধো আঁধার' — গানটিও ঠুংরি অঙ্গের গান। রাগ — তিলক-কামোদ-পিলু। কাওয়ালি তালে নিবদ্ধ।

কবি এরপর 'টপ্পা' অঙ্গের গান দিয়েছেন, এতে রয়েছে একটি গান —

মোর আপনার চেয়ে আপন যেন
খুঁজি আমি তারে আপনায় ॥

এরপর ধ্রুপদ-এর একটি গান —

আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো।
রাগ — টোড়ি; তাল — তেওড়া।

খেয়ালাঙ্গের রয়েছে মোট ২টি গান —

'ঝাঁঝর-ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন' — কেদারা হাম্বির রাগে
এবং
ভৈরবী রাগে ভজন — 'ওগো সুন্দর আমার।'

এই ১১টি পর্যায়ের গানের মধ্যে ঠুংরি, গজল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল/ভাটিয়ালি, ধ্রুপদ ও খেয়াল — এগুলোকে আঙ্গিকগতভাবে এবং জাতীয় সঙ্গীত ও হাসির গানকে বিষয়ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করেছেন নজরুল। এই শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে তাঁর গানকে দুভাগে বিন্যস্ত করা যায়। যথা—

১. বিষয়ভিত্তিক
২. আঙ্গিকগত

১. বিষয়ভিত্তিক গানগুলো প্রাত্যহিক জীবন ধারণে প্রচলিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত বাণী। যেমন :

১. প্রেম
২. প্রকৃতি
৩. প্রেম-প্রকৃতি-মিলন

৪. দেশাত্মবোধক (স্বদেশি, গণসঙ্গীত, জাগরণী, উদ্দীপনামূলক, ইসলামি জাগরণী, নারী জাগরণী, তরুণ বা যৌবনের জাগরণমূলক গান)
৫. রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক (এর মধ্যে হিন্দি গানও রয়েছে)
৬. শ্যামা সঙ্গীত
৭. হাসির গান (প্যারোডি বা কমিক)
৮. মরমি
৯. ইসলামি (নামায, রোজা, হজ্ব, জাকাত, নাত, হামদ, ঈদ, মোহররম)
১০. পল্লি ঐতিহ্যের গান
১১. বিবিধ

প্রেমবিষয়ক গান : 'স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর, তুমি আমি দুজন প্রিয়'। 'এসো প্রিয় মন রাঙায়ে, ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙায়ে'।

প্রকৃতিবিষয়ক গান : একি অপরূপ রূপে মা তোমার
হেরিনু পল্লি জননী।
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।

প্রেম-প্রকৃতি মিলনের গান : 'এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া'; 'শ্যামা তন্বী আমি মেঘ বর্ণা'।

দেশাত্মবোধক গানে উল্লেখযোগ্য জাগরণী গান : 'কারার ঐ লৌহ কপাট'; 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'।

নারী জাগরণী গান : 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা'; 'চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা চাঁদের চেয়েও জ্যোতি'।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান : 'তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম'; 'শ্যাম সুন্দর গিরিধারী'। হিন্দি গান : এ্যাকুল ব্যাকুল ঢুন্দত ফিরু শ্যাম' ইত্যাদি।

শ্যামা সঙ্গীত : 'থির হয়ে তুই বস দেখি মা'; 'শ্যামা নামের লাগল আগুন'।

হাসির বা প্যারোডি গান : 'উল্টা বুঝলি রাম ও তুই উল্টা বুঝলি রাম'; 'আমার খোকার মাসি শ্রী ওমুক বালা দাসী'।

মরমি গান : বাঁশি বাজায় কে কদম তলায় ওগো ললিতে'; 'ও কে উদাসী বেণু বাজায়'।

ইসলামি গান : 'নামাজ পড়, রোজা রাখো কলমা পড় ভাই'; 'আমি আল্লাহ্ নামের বীজ বুনেছি'।

পল্লি ঐতিহ্যের গান : 'পদ্মার ঢেউ রে'; 'ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে চলে ঐ'।

আঙ্গিকগত বিভাগের গানগুলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো।

ধ্রুপদ/ধামার : 'এসো শংকর ক্রোধাগ্নি', 'দোলো ঝুলন দোলায়'।

খেয়াল গান : 'এসো প্রিয় আরো কাছে' (দেশি টোড়ি) 'গগনে সঘন চমকিছে দামিনী' (মেঘরাগে)

ঠুমরি গান : 'স্বপনে এসো নিরজনে প্রিয়' (পিলু, বারোয়া); 'স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী' (ভৈরবী)

টপ্পা গান : 'যাহা কিছু মম, আছে প্রিয়তম. দিও বর হে মোর স্বামী'।

কীর্তন : 'বাজে মঞ্জুল মঞ্জুর রিনিকি ঝিনিকী'; 'নব কিশলয়ে রাঙা শয্যা পাতিয়া'।

ভজন : 'ব্রজ দুলাল ঘন শ্যাম'; 'মধুর মিনতি শোন ঘন শ্যাম'।

শ্যামা : 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা'; 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়'।

হোরি : 'ব্রজগোপী খেলে হোরি'; 'মনে মনে লাগে হোরি'।

ভাটিয়ালি গান : 'একূল ভাঙে ও কূল গড়ে এই তো নদীর খেলা'; 'গাঙ্গে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কই?'

ভাওয়াইয়া গান : 'নদীর নাম সই অঞ্জনা'; 'কুচবরণ কন্যারে তার মেঘ বরণ কেশ'।

কাজরি : 'কাজরি গাহিয়া চল গোপললনা'; 'শাওন আসিল ফিরে'।

বাউল গান : 'কানে আজো বাজে তোমার গানের রেশ'; 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল'।

ঝুমুর : 'নাচের নেশার ঘোর লেগেছে'; 'হলুদ গাঁদার ফুল'।

নজরুল-সৃষ্ট ছয়টি তাল ও গান —

১) প্রিয়া ছন্দ তালে গান : 'মহুরা বনে বন পাপিয়া'।
২) মণিমালা ছন্দে গান : 'মঞ্জু মধু ছন্দা নিত্য তবে সঙ্গী'।
৩) মঞ্জুভাষিণী ছন্দ : (গানের সন্ধান পাওয়া যায়নি)।
৪) স্বাগতা ছন্দের গান : (পাওয়া যায়নি)।
৫) মন্দাকিনী ছন্দ : 'জল ছল ছল এসো মন্দাকিনী'।
৬) নবনন্দন ছন্দে গান : 'দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে'।

বিবিধ গান : বিদেশি সুরের গানকে এই বিভাগে ফেলা যেতে পারে।

যেমন : 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে' (আরবি সুরে)।
'দূরদ্বীপবাসিনী' (কিউবান সুরে)।

২. অপরদিকে এই গানগুলিকেই আবার আঙ্গিকগত দিক দিয়েও শ্রেণিকরণ করা যায়। যেমন :

১. ধ্রুপদ
২. খেয়াল

৩. ঠুমরি
৪. টপ্পা
৫. কীর্তন
৬. ভজন
৭. শ্যামা
৮. হোরী
৯. ভাটিয়ালি
১০. ভাওয়াইয়া
১১. কাজরি
১২. বাউল
১৩. ঝুমুর
১৪. নজরুল-সৃষ্ট সংস্কৃত ছন্দের তাল ও গান
১৫. বিবিধ

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণিকরণের বিষয়ে ধারণাটি পরিষ্কার। নজরুলের গানকে একই সঙ্গে দুইভাবে শ্রেণিকরণ না করে অঙ্গিকগতভাবে শ্রেণিকরণ করা বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তবে কিছু কিছু গান আঙ্গিকগত দিক দিয়ে জোরালোভাবে খেয়াল বা খেয়ালাঙ্গের হলেও বিষয়ভিত্তিতে হয়তো ভজন বা ভক্তিগীতি। সেক্ষেত্রে দুভাবেই এর উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন — 'মধুর মিনতি শোন ঘন শ্যাম' এই গানটিকে খেয়াল, পরিপূর্ণ বাংলা খেয়ালই বলা যায়। অপরদিকে বাণীর দিক থেকে ভজন। সেক্ষেত্রে শ্রেণিকরণে এমনভাবে লেখা যায় — 'খেয়াল (ভজন)'। এভাবে বিষয় এবং আঙ্গিক দুটোর মিশ্রণেও শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। নজরুল রাগসঙ্গীতের কারিগর ছিলেন। তাই তাঁর গানে রাগের বিভিন্ন আঙ্গিক অত্যন্ত জোরালো। তাকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে আমাদের ধারণা। তাই নজরুলের গানের আঙ্গিকগত শ্রেণিকরণ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

তথ্যসূত্র

১. *নজরুলগীতি প্রসঙ্গ*, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৬, প্র.প্র., ১৯৭৮, পৃ. ৫২৭

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. *নজরুল গীতিকা*, কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০২
২. *গীতবিতান*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : ২০০০, প্র.প্র. ১৯৯৫
৩. *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় নজরুল ইসলামের গান*, ড. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০
৪. *নজরুলগীতি প্রসঙ্গ*, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৬, প্র.প্র. ১৯৭৮
৫. *নজরুলগীতি* অখণ্ড, আব্দুল আজিজ আল আমান, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩